'সত্যের সন্ধান' আর 'অনুমান'। সে সময় বহু পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–'আপনার অনেক প্রবন্ধই দেখছি শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন দিয়ে। কেন বলুন তো? কেউ আবার একটু খোঁচা মেরে বলতেন–'আপনি তো দেখছি রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানীই বানিয়ে দিলেন'। আমি হেসে এড়িয়ে যেতাম। আমার মনে হয়, এই পরিসরে এর ব্যাখ্যাটাও সেরে ফেলি। কাব্যিক ধাঁচের নামের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে বলে কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার প্রিয় সেজন্য শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের সাথে মানে তার সাহিত্যের সাথে যে বিজ্ঞানের একটা ছোট্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে তা বোধ হয় আমরা অনেকেই জানি না। মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন–'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। এটি কিন্তু এখন স্বীকৃত যে, 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা[১০]। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ দু'জায়গায় সেই কিশোর বয়সে লেখা রচনাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই অনেক বছর পরে শেষ বয়সে এসে কবিগুরু একশ' পনের পৃষ্ঠার আরেকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখলেন, নাম–'বিশ্বপরিচয়'। শুধু তাই নয়, তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার কৃতি শিক্ষক, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসুকে। রবীন্দ্রনাথ তার উৎসর্গপত্রে লিখলেন :

বয়স তখন বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরি শৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলো যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

আমি যেমনি 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' আর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' দু'টি সিরিজ একে অপরের পরিপূরক হবে বলে–ভাবছিলাম, রবীন্দ্রনাথও কি বিশ্বপরিচয় লিখবার আগে তেমন করে ভেবেছিলেন? নয়তো তিনি বলবেন কেন–

'জ্যোতিবিজ্ঞান আর প্রাণীবিজ্ঞান-কেবলি এই দুই বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করছে'[১১]।

কিংবা আইনস্টাইনের মতো একাকিত্বের যন্ত্রণা হয়ত রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন বিজ্ঞানের নান্দনিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে, তাই লিখেছেন :

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।

আইনস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় ১৯২৬ সালে, কবি গুরুর দ্বিতীয়বার জার্মানী ভ্রমণের সময়। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের অবশ্য কোনও লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটি নিশ্চিত যে, রবি ঠাকুরের সান্নিধ্য আইনস্টাইনের মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দিয়েছিল, সে জন্যই আইনস্টাইন পরে চিঠি লিখে কবিগুরুকে জানিয়েছেন[১২]:

'জার্মানীতে যদি এমন কিছু থাকে যা কিছু থাকে যা আমি আপনার জন্য করতে পারি, তবে যখন খুশি দয়া করে আমাকে আদেশ করবেন।'

আইনস্টাইনের মতো জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে প্রথম সাক্ষাতেই এমন চিঠি পাওয়া চাট্টিখানি ঘটনা নয়। তবে আইনস্টাইনের সাথে কবির 'সত্যিকারের' যোগাযোগ হয় এর বছর চারেক পরে ১৯৩০ সালে। সে সময় আইনস্টাইনের সাথে কবিগুরুর অন্ততঃ চারবার দেখা হয়। ১৪ জুলাই তারিখে আইনস্টাইনের সাথে তার কথাবার্তার বিবরণ 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' বইয়ের পরিশিষ্টে ছাপা হয়। জীবনের গভীরতম দর্শন, জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে তারা সেদিন বিস্তারিত আলোচনা করেন। যারা উৎসাহী তারা মুক্ত-মনায় রাখা দিমিত্রি মারিয়ানফের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি (১০ আগস্ট ১৯৩০ সালের নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত) দেখে নিতে পারেন :

http:/www.mukto-mono.com/Articles/einstein tagore.htm

১৯৭৭ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বেলজীয় রসায়নবিদ প্রিগোঝিন এ সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন :

'The question of meaning of reality was the central subject of a fascinating dialog between Einstein and Tagore. Einstein emphasized that the science had to be independent of the existence of any observer. This led him to deny the reality of time as irreversibility, as evolution. On the contrary Tagore maintained that even if absolute truth could exist, it would be inaccessible to the human mind. Curiously enough, the present evolution of science is running in the direction stated by great poet.'

অর্থাৎ, প্রিগোঝিনের মনে হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি যে দিকে ঘটছে তাতে আইনস্টাইনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছেন বেশি। তবে সবাই যে প্রিগোঝিনের সাথে একমত হয়েছেন তা নয়। বিশেষ করে বার্ট্রান্ড রাসেল কবিগুরু সম্বন্ধে কখনওই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেন : 'আমি দুঃখিত যে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার একমত হওয়া সম্ভব নয়। অনন্ত (infinite) সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা অস্পষ্ট প্রলাপমাত্র (vauge nonsense)। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সম্বন্ধে তার মন্তব্য ছিল 'It was unmitigated rubbish'।[১৩]

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত কিছু লেখার পর হয়ত কেউ ভেবে নেবেন রবি ঠাকুর বুঝি আমার আইকন-'নিভৃত প্রাণের দেবতা'! না, আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। বরং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অভিযোগ অনেক। তার ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি, দাসত্বসুলভ মনোভাব, সমাজের একটা বড় অংশ মুসলিম সমাজের প্রতি নিষ্পৃহতা, নারী স্বাধীনতার প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য, নিজের বাল্যবিবাহ, নিজের মেয়ের বিয়েতে গৌরিদান–এ ধরনের নানা কাজ আমাকে রবিঠাকুর সম্বন্ধে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। তবে সেগুলো নিয়ে আলোচনার সময় আজ আর হবে না। হয়ত আবার লিখব এ নিয়ে অন্য কোনও অলস দুপুরে। বিচিত্রাকে আর একবার ধন্যবাদ।◀

১. *বিজ্ঞানের দর্শন, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫ পৃ. ৪৬*
২. *বিজ্ঞানের দর্শন, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫ পৃঃ ৪৭*
৩. *বিজ্ঞানের দর্শন, শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫ পৃঃ ৭৬*
৪. *সত্য খোঁজে মুক্ত-মন, সুযোগ খোঁজে সন্ধানী, অভিজিৎ রায়, মুক্ত-মনা।*
৫. *প্রোফাইল : শওকত ওসমান, বিজ্ঞান চেতনা জানুয়ারি-ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৯৮*
৬. *'উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বর্গমাইল জায়গার উপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্য ৫০০ পাউন্ড বোমা। এমনকি গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিল দেশের অনেক জায়গায়।... মাইলাই এর মত বর্বর অত্যাচারও আমেরিকা কমিউনিজম বিরোধী মুক্ত-বিশ্বের আদর্শ দিয়ে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল'; দেখুন : আদর্শবাদ ও মানুষের সংকট, গোলাম মুর্শিদ, মুক্ত-মনা।*
৭. *সাম্রাজ্যবাদ শুধু আমেরিকারই একচেটিয়া নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াও এ ব্যাপারে একটা সময় কম যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের হাঙ্গেরী (১৯৫৬), চেকোস্লোভাকিয়া (১৯৬৮) আর আফগানিস্তানে (১৯৭৯) সৈন্য প্রেরণ, চীনের তিব্বতের প্রতি আগ্রাসী নীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারটি শুধু পুঁজিবাদী বিশ্বেরই একচেটিয়া ছিলো না। শ্রেণীশত্রু নিধনের নামে স্ট্যালিন, মাও, পলপটদের নৃশংস অত্যাচার সমাজতন্ত্রের রমরমা সময়ের ওই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।*
৮. *'জেহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে' বাংলাদেশে কী ঘটছে, ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুক্ত-মনা/দৈনিক জনকণ্ঠ*
৯. *সম্প্রতি জামায়াতের দৈনিক 'নয়া দিগন্ত' পত্রিকায় গোলাম আযম বলেন, 'প্রখ্যাত কলামিস্ট ফরহাদ মজহার দৈনিক যুগান্তরে ৩ সেপ্টেম্বর (২০০৪) একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন'। মজহারের প্রবন্ধে গোলাম আযম এতোই মুগ্ধ যে, মজহারের গোটা লেখাটাই তিনি উদ্ধৃত করেন; দেখুন : 'জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে' বাংলাদেশে কী ঘটছে, ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুক্ত-মনা/দৈনিক জনকণ্ঠ*
১০. *রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা, সুশান্ত কুমার মিত্র, অমৃত, ১৬ বর্ষ, ৮ ও ৯ সংখ্যা, ১৩৮৩ বাং*
১১. *বিশ্ব পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৫০*
১২. *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৩১*
১৩. *Robindrananth Tagore-The Myriad-Minded Man, K. Dutta and A. Robinson, p. 178*